প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০২টি	২	০	০	১	২	২০% ১০০%	১	৩৪.৩০%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০২টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

- প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়করণে বিলম্ব;
- নির্মাণ সামগ্রী/উপকরণের রেট শিডিউল বৃদ্ধি;
- বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১.	নির্মিত কাব স্কাউট ভবনসমূহে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় এপ্রোচ রোড, আবাসন ও যানবাহনের সংস্থান অপ্রতুল;	১.	নির্মিত কাব স্কাউট ভবনসমূহে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় এপ্রোচ রোড, আবাসন ও যানবাহনের সংস্থানগত সমস্যা দুর করতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সংস্থানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২.	নির্মিত কাব ভবনসমূহে নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট ব্যবহার;	২.	নির্মিত ভবনসমূহে ব্যবহৃত নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা।
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত ভবনসমূহে নির্মাণাধীন সময়কালে অনেক অংশে যথাযথভাবে কিউরিং করা হয়নি বলে পরিলক্ষিত হয়;	৩.	ভবনসমূহ নির্মাণাধীন সময়কালে যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে।
৪.	বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র যেমন: বেঞ্চ বরাদ্দের চেয়ে সরবরাহ অনেক ক্ষেত্রে কম পরিলক্ষিত হয়;	৪.	বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র যেমন: বেঞ্চ বরাদ্দ পরিমাণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে দরজা ও বেঞ্চসমূহ নিম্নমানসম্পন্ন পরিলক্ষিত হয়;	৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে দরজা ও বেঞ্চসমূহ নিম্নমানসম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে খতিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করাসহ ভবিষ্যতে এগুলো গুণগতমানের ক্ষেত্রে সর্তক থাকা।
৬.	বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট প্রভৃতি যথাযথভাবে মেরামতপূর্বক ব্যবহারযোগ্য রাখার অভাব;	৬.	বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, ফ্যান, লাইট প্রভৃতি যথাযথভাবে মেরামতপূর্বক ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.	নির্মিত বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া যা শিক্ষার্থীদের জন্য পেরিয়ে উঠা কষ্টকর;	৭.	বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া। বিদ্যালয়ে আগত শিশুরা যাতে সহজেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে মাটি দিয়ে ভবনের মূল ভীতের সমান ভরাট করতে হবে।
৮.	বিদ্যালয় ভবন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।	৮.	বিদ্যালয় ভবন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ(৩য় পর্যায়)
-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহেকাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ(৩য় পর্যায়) -শীর্ষক প্রকল্প।

২। ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ স্কাউটস

৩। প্রকল্পের অবস্থান : সারাদেশের ৬৪টি জেলা।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্র: সা	মোট টাকা প্র: সা	মোট টাকা প্র: সা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৪০.০০ ১১৪০.০০ --	১১৩৬.৯৭ ১১৩৬.৯৭ --	১১৩৬.৯৭ ১১৩৬.৯৭ --	জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৫	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৬	(-) ৩.০৩ (০.২৬%)	১ বছর (২০%)

৫.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন(প্রাথমিকও গণশিক্ষামন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জনবল	জন	১৩	২১৪.১৫	১৩ (১০০%)	২১৪.১৫ (১০০%)
২.	প্রোগ্রাম এ্যাক্টিভিটিস	সংখ্যা	৮৩৫	২২৩.২৭	৮৩৫(১০০%)	২২৩.২৭ (১০০%)
৩.	ট্রেনিং এ্যাক্টিভিটিস	সংখ্যা	১৩৯১	২৫৯.৩৫	১৩৯১ (১০০%)	২৫৯.৩৫ (১০০%)
৪.	প্রকাশনা	কপি	১২৫০০	৬.৫০	১২৫০০ (১০০%)	৬.৫০ (১০০%)
৫.	অফিস কনটিনজেন্সী	থোক	থোক	১৩.৪৫	১০০%	১৩.৪৫ (১০০%)
৬.	মনিটরিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন	থোক	থোক	১২.৭৩	১০০%	১২.৭৩ (১০০%)
৭.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং হেলথ এ্যাওয়ারনেস	জন	১০০৩৫০	৩৬.০০	১০০৩৫০ (১০০%)	৩৬.০০ (১০০%)
৮.	আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ইভেন্ট	থোক	থোক	২৮.০০	১০০%	২৮.০০ (১০০%)
৯.	প্রাইচ এসকেলেশন ও বিবিধ	থোক	থোক	১৫.৪৬	১০০%	১৫.৪৬ (১০০%)
১০.	যানবাহন মেইনটেনেন্স ও ফুয়েল	থোক	থোক	১৪.৮৬	১০০%	১৪.৮৬ (১০০%)
১১.	অনুমোদিত নতুন কাব দলগঠন	ইউনিট	১১০০০	২১৪.৩০	৮৫৭২ (৭৮%)	২১৪.৩০ (১০০%)
১২.	যানবাহন (জীপ)	সংখ্যা	০১	৫৬.৫০	০১	৫৬.৫০

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
					(১০০%)	(১০০%)
১৩.	ফার্নিচার	সংখ্যা	৮০	৫.০০	৮০(১০০%)	৫.০০(১০০%)
১৪.	ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট	থোক	১৪	৮.৯০	১৪(১০০%)	৮.৯০(১০০%)
১৫.	জেলা কাব ভবন নির্মাণ	ব: মি:	২২৫	২৮.০০	২২৫ (১০০%)	২৮.০০(১০০%)
	সর্বমোট			**১১৩৬.৯৭**	**১০০%**	**১১৩৬.৯৭ (১০০%)**

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক যুগোপযোগী আন্দোলন। শিশু কিশোর ও যুবকদের জন্য প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং একটি সম্পূরক ব্যবস্থা। বর্তমানে সারাদেশে কাব স্কাউটদের সংখ্যা ৫,৭৬,০০০ জন। দেশে সর্বোত্র স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা স্কাউটসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন স্কুল, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৯৯৫ সাল থেকে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ থেকে ১০+ বছর বয়সী বালক বালিকাদের মধ্যে কাব স্কাউটিং এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। দেশে বর্তমানে ২৫,০০০ স্কুলে কাব দল রয়েছে। দেশের বাকী ৩৮,৭০০ স্কুলে কাব স্কাউটিং দল খোলার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১টি করে কাব স্কাউট দল খোলার নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউট দল খোলার জন্য প্রত্যেক স্কুলে কমপক্ষে ১ জন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাব স্কাউট লিডার প্রয়োজন হবে। স্কাউটিং শিশু কিশোর ও যুবদের আত্ম মর্যাদাবান, আত্মনির্ভরশীল, সৎ চরিত্রবান, উচ্চ মনোবল সম্পন্ন এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছ।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, আবেগীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কাব স্কাউট কার্যক্রমে (প্রোগ্রাম) অংশগ্রহণ বাড়ানো, যাতে করে তারা উন্নত বিশ্ব গঠনে সহায়তা করতে এবং সমাজের উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

(খ) প্রকল্প মেয়াদে ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১,০০০ কাব স্কাউট দল গঠন যার মাধ্যমে কাব স্কাউট সংখ্যা ২.৬৪ লক্ষ -তে উন্নীত করা;

(গ) কাব স্কাউট ইউনিট পরিচালনার জন্য এডাল্ট লিডারসহ কাব ইউনিট লিডারদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে একটি সুন্দর বিশ্ব গড়ে তুলতে ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম মানতে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং জেলা কাব ভবন নির্মাণ করা।

৭.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি গত ১০/০৪/২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১১৪০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০- জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাসপূর্বক ১১৩৬.৯৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে।

৭.৫ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন পরিচালক, জনসংযোগ বিভাগ বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১-০৩-২০১১	৩০-০৬-২০১৬	পূর্ণকালীন

৭.৬ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

৮.১ **আর্থিক অগ্রগতিঃ** (লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	জুন,২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
২০১০-১১	৯৫.০১	৯৫.০২	৯৫.০২	৯৫.০২
২০১১-১২	২২৮.৮৫	২৩৪.০০	২৩৪.০০	২৩৪.০০
২০১২-১৩	১৬৭.৬৫	১৬৭.৩০	১৬৭.৩০	১৬৭.৩০
২০১৩-১৪	২২১.৪৬	২১৬.৪৬	২১৬.৪৬	২১৬.৪৬
২০১৪-১৫	২৯৪.০০	২৯৪.১৯	২৯৪.১৯	২৯৪.১৯
২০১৫-১৬	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.১৯	১৩০.১৯
মোট:	**১১৩৬.৯৭**	**১১৩৬.৯৭**	**১১৩৬.৯৭**	**১১৩৬.৯৭**

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, আবেগীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কাব স্কাউট কার্যক্রমে (প্রোগ্রাম) অংশগ্রহণ বাড়ানো, যাতে করে তারা উন্নত বিশ্ব গঠনে সহায়তা এবং সমাজের উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।	ক) দেশের শিশু কিশোরদের সৎ চরিত্রবান ও দক্ষ লিডার তৈরীর জন্য কাব স্কাউটদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ১দিন ১ঘন্টা করে কাব স্কাউটদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়েছে।
(খ) প্রকল্প মেয়াদে ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১,০০০ কাব স্কাউট দল গঠন যার মাধ্যমে কাব স্কাউট সংখ্যা ২.৬৪ লক্ষ -তে উন্নীত করা;	খ) প্রতিটি কাব দলে ২৪ জন কাব স্কাউটকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট বরাদ্দের অনুকূলে যথাযথাভাবে কাব দল খোলা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ৮৫৭২টি কাব ইউনিট খোলা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। কাব দল খোলার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্স, ৫ দিনের বেসিক কোর্স, ৬ দিনের আবাসিক এডভান্স কোর্স, ৭ দিনের সহকারী লিডার ট্রেনার ও ৭ দিনের লিডার লিডার ট্রেনার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কাব লিডার তৈরী করে কাব স্কাউটদের দেশের দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল মানব সম্পদ তৈরীতে ভূমিকা রাখছে। কাব লিডারবৃন্দ কাব স্কাউটিং ছাড়াও স্কুলের অন্যান্য কাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।
(গ) কাব স্কাউট ইউনিট পরিচালনার জন্য এডাল্ট লিডারসহ কাব ইউনিট লিডারদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।	গ) কাব স্কাউট ইউনিট পরিচালনার জন্য এডাল্ট লিডারসহ কাব ইউনিট লিডারদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** টাংগাইল ও বগুড়া জেলার কার্যক্রম গত ৩০/০৯/২০১৬ তারিখে এবং দিনাজপুর জেলার কার্যক্রম গত ০১/১০/২০১৬ তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক (শিক্ষা) জনাব মশিউর রহমান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

৯.১ **দিনাজপুর জেলা কার্যক্রম:** পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, দিনাজপুরে একটি ২২৫ ব: মি: কাব স্কাউট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে নির্মিত কাব স্কাউটি ভবনের দরজায় নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট ব্যবহার করা হয়েছে যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

৯.২ **টাংগাইল ও বগুড়া জেলার কার্যক্রম:** পরিদর্শনে দেখা যায় যে, টাংগাইল ও বগুড়া জেলার কাব স্কাউট ভবনের সংস্কার কাজ করা হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও ভোলা জেলার কাব স্কাউটস ভবন সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

১০.০ **<u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ</u>** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

- **বেতন/জনবলঃ** প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে (১৩ জনমাস) জনবলের বিপরীতে ২১৪.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে (১৩ জনমাস) জনবলের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- **প্রোগ্রাম এ্যাক্টিভিটিস:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৩৫টি প্রোগ্রাম এ্যাক্টিবিটিস (বাবদ ২২৩.২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৮৩৫টি প্রোগ্রাম এ্যাক্টিভিটিস করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সাতার কার্যক্রমসহ

অন্যান্য প্রোগ্রাম এ্যাক্টিভিটিস দৃশ্যমান ছিল। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: প্রোগ্রাম এ্যাক্টিভিটিস।

- **ট্রেনিং এ্যাক্টিভিটি:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৩৯১টি ট্রেনিং এ্যাক্টিভিটি বাবদ ২৫৯.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৩৯১টি ট্রেনিংএ্যাক্টিভিটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বগুড়ায় প্রশিক্ষকগণের ট্রেনিং কার্যক্রম চলমান ছিল। প্রকল্পে ট্রেনিংএ্যাক্টিভিটি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ অপর্যাপ্ত ছিল প্রশিক্ষণে আসার জন্য টিএ ডিএ ভাতার ব্যবস্থা করলে প্রশিক্ষণ আরও ফলপ্রসূ হবে মর্মে প্রশিক্ষকগণের সাথে আলাপকালে জানা যায়। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চিত্র: ট্রেনিং এ্যাক্টিভিটিস।

- **প্রকাশনা :** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ১২৫০০ কপি (কাব লিডারদের হ্যান্ডবুক, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, স্বাস্থ্য বার্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা পোস্টার ইত্যাদি) প্রকাশনা বাবদ ৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে উল্লিখিত ১২৫০০ কপি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **মনিটরিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন:** প্রকল্পটির ডিপিপিতে মনিটরিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন বাবদ ১২.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (বিইটিএস মাধ্যমে ২০১১ সালে এবং বিআইডিএস এর মাধ্যমে ২০১৫ সালে) সম্পন্ন করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং হেলথ এ্যাওয়ারনেস:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং হেলথ এ্যাওয়ারনেস (স্বাস্থ্য বিষয়ক কোর্স, বৃক্ষ রোপণ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক রেলী, আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লিফলেট, পোস্টার মুদ্রণ ইত্যাদি) বাবদ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

- **আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ইভেন্ট:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ ইভেন্ট বাবদ ২৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- **অনুমোদিত নতুন কাব দল গঠন:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ১১০০০টি নতুন কাব দল গঠন বাবদ ২১৪.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১১০০০টি নতুন কাব দল গঠন বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **যানবাহন (জীপ) ক্রয়:** প্রকল্পটির ডিপিপিতে যানবাহন খাতে একটি জীপ গাড়ী ক্রয় বাবদ ৫৬.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

- **আসবাবপত্র সরবরাহ:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮০টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৮০টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **জেলা কাব ভবন নির্মাণ:** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে দিনাজপুরে ১টি (২২৫ ব: ফু:) জেলা কাব ভবন নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, জামালপুর, ও ভোলা জেলায় কাব ভবন সংস্কার বাবদ ২৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে দিনাজপুরে ১টি (২২৫ ব: ফু:) জেলা কাব ভবন (স্কাউট ভবনের ৩য় তলা) নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, জামালপুর, ও ভোলা জেলায় কাব ভবন সংস্কার করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ অর্থ ২৮.০০ লক্ষ টাকা পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত জেলা কাব ভবন (স্কাউট ভবনের ৩য় তলা)

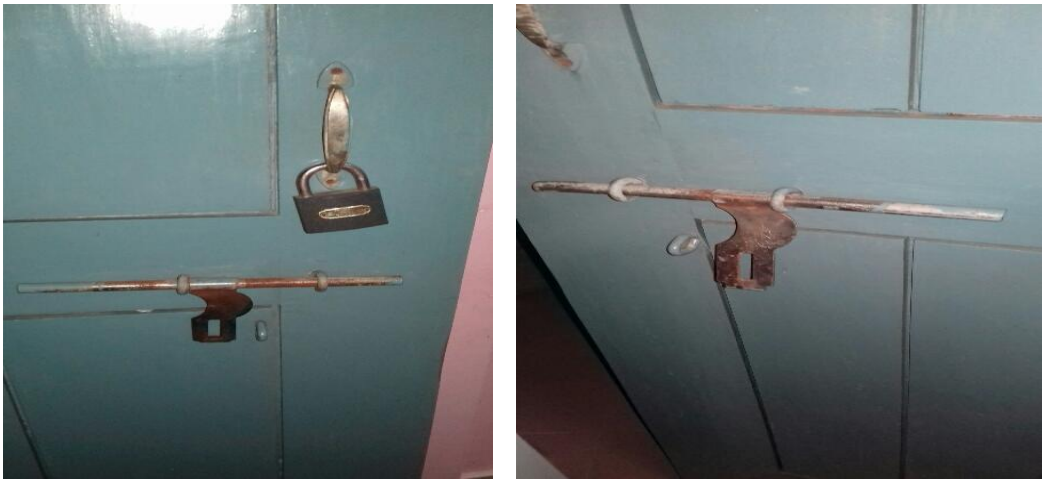

চিত্র: নির্মিত জেলা কাব ভবনের দরজায় ব্যবহৃত নিম্নমানের হ্যাচবোল্ট।

চিত্র: সংস্কারকৃত টাঙ্গাইল জেলা স্কাউট ভবন।

১১.০ **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ** : প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. **প্রভাব** (পিসিআর অনুযায়ী):

প্রত্যক্ষ প্রভাবঃ

১. দেশের সুবিধাভোগী নাগরিকগণ এখন তাদের কার্যকর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়ার পরে কাব স্কাউটরা আরও আত্মবিশ্বাসী, শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানসিকভাবে সতর্ক এবং আধ্যাত্মিকভাবে বিনয়ী হওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। দেশের সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলী ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

২. মানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শি ক্ষকদের কাব স্কাউট লিডার হিসেবে তৈরি করে কাব স্কাউট দল গঠনে প্রত্য ক্ষ সহায়তা প্রদান করেছে। একই সাথে কাব স্কাউট লিডারগণ নিজের দ ক্ষতা উন্নয়নে কাব স্কাউটিং প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করেছে।

পরোক্ষ প্রভাব:

১. প্রশিক্ষণার্থীরা এখন তাদের সমস্যা সমাধানে স ক্ষম। তারা নিজেদেরকে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনে স্মার্টভাবে উপস্থাপন এবং ব্যক্তিজীবনে দায়িত্বশীল হতে সক্ষম।
২. তারা জীবন ও সমাজের জন্য ক্ষতিকারক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন।
৩. তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামাজিক সেবায় অংশগ্রহণে অধিক হারে নিজেদের নিয়োগে সক্ষম।
৪. তারা সর্বদা জনগণের কল্যাণে মানসিকভাবে বিকশিত।

১৩.০ **পর্যবেক্ষণ:**

১৩.১ দিনাজপুর জেলায় নির্মিত কাব স্কাউট ভবনে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় রাস্তা, আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান ইত্যাদি অপ্রতুল রয়েছে মর্মে স্কাউট কর্তৃপক্ষ হতে জানা যায়;

১৩.২ দিনাজপুর জেলায় নির্মিত কাব স্কাউট ভবনে নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট ব্যবহার করা হয়েছে যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

১৩.৩ টাংগাইল ও বগুড়া জেলার কাব স্কাউট ভবনের সংস্কার কার্যক্রমের বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করা যায়নি;

১৩.৪ প্রকল্পের External অডিট গত ২২/০৮/২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি;

১৪.০ **সুপারিশঃ**

১৪.১ দিনাজপুর জেলাসহ অন্যান্য জেলায় নির্মিত কাব স্কাউট ভবনে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় রাস্তা, আবাসন ব্যবস্থা ও যানবাহনের সংস্থান অপ্রতুল থাকায় মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ সংস্থানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং নির্মিত সকল জেলার ভবনসমূহে নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম বছরভিত্তিক রাজস্ব খাতের মাধ্যমে করতে পারে;

১৪.২ দিনাজপুর জেলায় নির্মিত কাব স্কাউটিং ভবনে নিম্নমানের ছিটকিনি ও হ্যাচবোল্ট পরিবর্তন করে উন্নতমানের হ্যাচবোল্ট লাগাতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪.৩ প্রকল্পের External অডিট গত ২২/০৮/২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন Minor Objection উত্থাপিত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি এবং যদি এমন কিছু থেকে থাকে তবে তা জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তি করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৪.৪ অনুচ্ছেদ ১ ৪.১ হতে ১৪.৩ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়-৩য় সংশোধিত) -শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম : সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়- ৩য় সংশোধিত)

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এলজিইডি।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রকল্প ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
মোট টাকা প্র: সা	মোট টাকা প্র: সা	মোট টাকা প্র: সা					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৮১৮৬.৬০ ১১৮১৮৬.৬০ --	১৬৬৬৯০.৬০ ১৬৬৬৯০.৬০ --	১৫৮৭২৮.৫৮ ১৫৮৭২৮.৫৮ --	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১১	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১৬	জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১৬	৪০৫৪১.৯৮ (৩৪.৩০%)	৫ বছর (১০০%)

৬.০ **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাথমিকও গণশিক্ষামন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব					
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	সংখ্যা	৬	১৫৮.৩০	৫ (৮৩.৩৩%)	১৩০.০০ (৮২.১২%)
২.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	৩	১৫.৫৯	৩(১০০%)	১২.০২(৭৭.১০%)
৩.	ভাতাদি	সংখ্যা	৯	১৮৪.৬৪	৮(৮৯%)	১২৩.৭৯(৬৭%)
৪.	সরবরাহ ও সেবা (মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার ২টি, কম্পিউটার ২টি, এয়ারকন্ডিশন ২টি, ফ্যাক্স মেশিন ২টি)	থোক	১৩	২৫৪.৬৪	১৩(১০০%)	১৫৩.৪৭ (৬০.২৬%)
৫.	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	থোক	থোক	৫৭.৪৩	থোক (১০০%)	২৪.৩০ (৪২.৩১%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)	--		**৬৭০.৬০**	--	**৪৪৩.৫৮ (৬৬.১৪%)**
৬.	কম্পিউটার	সংখ্যা	৮টি	৬.৫৪	৮(১০০%)	৬.১০(৯৩.২৭%)
৭.	এয়ারকন্ডিশন	সংখ্যা	১	০.৯৭	১(১০০%)	০.৯৭(১০০%)
৮.	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৩	৪.০০	২ (৬৬.৬৬%)	২.৬৬(৬৬.৫০%)
৯.	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১	০.১১	১(১০০%)	০.১১(১০০%)
১০.	নির্মাণ কাজ (৫৬০০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও	সংখ্যা	৫৬০০	১৬০৩৪৮.১০	৫৬০০ (১০০%)	১৫৫১৭১.৭৪ (৯৬.৭৭%)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	সংস্কার এবং আসবাবপত্রসহ)					
১১.	প্রোফেশনাল ফি (এলজিইডির জন্য)	২%	--	৩২৫৫.০৬	--	৩১০৩.৪৩ (৯৫%)
১২.	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	১%	--	১৬০৩.৪৮	--	--
১৩.	প্রাইস এসক্যালেশন	০.৫%	--	৮০১.৭৪	--	--
	সর্বমোট	--	--	১৬৬৬৯০.৬০	--	১৫৮২৮৫.০১ (৯৪.৯৫%)

প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৬৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০০৬ হতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ২৩৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন,২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১২৫৬.৭৪ (৯৮.০১আর্থিক অগ্রগতি ১৫৮২৮৫.০১ লক্ষ টাকা (৯৪.৯৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্রসহ ৫৬০০টি বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৬০০টি বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ** সারাদেশে ৩৭,৬৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৯,৫৫৭টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সেই সময়ে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ এবং এডিবি এর অর্থায়নে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 'সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (১ম পর্যায়)' হাতে নেয়া হয় এবং ৮৫৫,১১,৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ১৯৯৪ থেকে জুন, ২০০৬ সময়কাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

ইতোমধ্যে ২০০৫ সালে এলজিইডি কর্তৃক সারাদেশে অবস্থিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো জরীপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এ জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপক পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হলেও দেশের আরও প্রায় ৯,০০০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়ে যায়। বিদ্যমান এই জরাজীর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫,০০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার (২য় পর্যায়) " শীর্ষক প্রকল্পটি ১,১৮১,৮৬.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬- জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৬-১০-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জরাজীর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পুনঃ নির্মাণ করা;

(খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন; এবং

(গ) বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

৭.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ৫৬০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ;

(খ) ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন;

(গ) ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উঁচু-নিচু বেঞ্চ, চেয়ার এবং টেবিল সরবরাহকরণ;

(ঘ) ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল স্থাপন; এবং

(ঙ) ৫,৬০০টি স্টীলের আলমারী সরবরাহ।

৭.৪ **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি প্রথমে ১,১৮১,৮৬.৬০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ – জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬-১০-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এরপর ৩০ -০৯-২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক এ প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। ১ম সংশোধন অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৩৯৬.২৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৬ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। কতিপয় কারণে পুনরায় সংশোধনের জন্য প্রকল্পটি গত ১২-১০-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ১ম সংশোধিত ব্যয় ১৩৯৬.২৪ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রেখে ২০০৬-২০১৪ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় সংশোধনের পক্ষে সুপারিশ করা হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। গত ১৬-১০-২০১১ তারিখে ২য় সংশোধনীর পক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

পরবর্তীতে আরও ৫০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় এনে মোট ৫৬০০টি করা হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ১৬৬৬৯০.৬০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০০৬ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ পূর্বক তৃতীয় সংশোধন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৭-০৯-২০১৪ তারিখে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সংস্কার (২য় পর্যায়) ৩য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৭.৫ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	জনাব আবু হেনা মোঃ রাহমাতুল মুনীম উপ-সচিব	২৬-১১-২০০৬	২৩-০৩-২০০৯	পূর্ণকালীন
২।	জনাব ননী গোপাল বিশ্বাস উপ-সচিব	২৩-০৩-২০০৯	০৮-০৪-২০০৯	খন্ডকালীন
৩।	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান খান উপ-সচিব	০৮-০৪-২০০৯	০৯-০৮-২০০৯	পূর্ণকালীন
৪।	জনাব মোঃ আব্দুন নূর যুগ্ম-সচিব	০৯-০৮-২০০৯	২২-০৭-২০১০	পূর্ণকালীন
৫।	জনাব ননী গোপাল বিশ্বাস উপ-সচিব	২৫-০৭-২০১০	০৯-০৯-২০১০	খন্ডকালীন
৬।	জনাব মোঃ আব্দুন নূর যুগ্ম-সচিব	০৯-০৯-২০১০	০৩-০১-২০১১	পূর্ণকালীন
৭।	এস এম মাহাবুবুর রহমান যুগ্ম সচিব	০৪-০১-২০১১	১৪-০২-২০১১	খন্ডকালীন
৮।	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক যুগ্ম-সচিব	১৪-০২-২০১১	৩০-০৭-২০১২	পূর্ণকালীন
৯।	জনাব অজিত কুমার দেবনাথ উপ-সচিব	০১-০৮-২০১২	২১-০৮-২০১২	খন্ডকালীন
১০।	জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক যুগ্ম-সচিব	২২-০৮-২০১২	২২-০৪-২০১৩	পূর্ণকালীন

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১১।	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন যুগ্ম-সচিব	২২-০৪-২০১৩	৩০-০৬-২০১৬	পূর্ণকালীন

৭.৬ **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি/আরডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

৮.১ আর্থিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	জুন,২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫
২০০৬-০৭	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.০৭
২০০৭-০৮	৮১৩৫.০০	৮১৩৫.০০	৮১৩৪.৫০	৭৮০০.৬৭
২০০৮-০৯	৮০৩৬.০০	৮০৩৬.০০	৮০৩৬.০০	৮০০৪.০৬
২০০৯-১০	১৭১১৮.০০	১৭১১৮.০০	১৭১১৮.০০	১৭০৫২.৩০
২০১০-১১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৯৩০.৬০
২০১১-১২	৪৫৩৮৫.০০	৪৫৩৮৫.০০	৪৫৩৮৫.০০	৪৫১৭৭.৯৯
২০১২-১৩	১৯২৭৯.০০	১৯২৭৯.০০	১৯২৭৯.০০	১৮৯১৩.০০
২০১৩-১৪	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৯৮৬৮.৫২
২০১৪-১৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪০৭.৬৩
২০১৫-১৬	২৩৪৯৫.০০	২৩৪৯৫.০০	২৩৪৯৫.০০	২১৫৬৯.৭৪
মোট:	**১৬১৯৫৩.০০**	**১৬১৯৫৩.০০**	**১৬১৯৫২.৫০**	**১৫৮৭২৮.৫৮(৯৮%)**

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
➢ ৫৬০০টি বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ এবং সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা;	➢ ৫৬০০টি বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ এবং সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯.০। **মনিটরিং:** প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে । পূর্ত কাজের দায়িত্ব পালন করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) । প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ এনায়েত হোসাইন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন । প্রকল্প মেয়াদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৭/১১/২০১২ তারিখ আইএমইডি কর্তৃক ০৯/১২/২০১৫ তারিখ এবং ইনডেপথ মনিটরিং এর জন্য ৩০/০৭/২০১৫ প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

১০.০। **অডিট:**

১০.১ **অভ্যন্তরীণ অডিট:** প্রকল্প মেয়াদে কোন অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।

১০.২ **এক্সটারনাল অডিট:** প্রকল্প মেয়াদে ২৮.০৪.২০০৯, ২৫-০৮-২০১০, ০৫-০৩-২০১৩ এবং ১১-১১-২০১৫ তারিখে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১১.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

১১.১ **সরবরাহ ও সেবা:** সংশোধিত ডিপিপিতে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১৩টি মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার ২টি, কম্পিউটার ২টি, এয়ারকন্ডিশন ২টি, ফ্যাক্স মেশিন ২টি) সংগ্রহের জন্য ২৫৪.৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ১৩টি মেশিনারী এন্ড ইকুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার ২টি, কম্পিউটার ২টি, এয়ারকন্ডিশন ২টি, ফ্যাক্স মেশিন ২টি) এবং বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে উল্লিখিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

১১.২ **কম্পিউটার সংগ্রহ:** সংশোধিত ডিপিপিতে ৮ (আট) সেট কম্পিউটার সংগ্রহের জন্য ২৫৪.৬৪ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে উল্লিখিত ৮টি সেট কম্পিউটার সংগ্রহ করা হয় এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.৩ **মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার:** সংশোধিত ডিপিপিতে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার খাতে ৫৭.৪৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কাজ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.৪ **এয়ারকন্ডিশন:** সংশোধিত ডিপিপিতে ১টি এয়ারকন্ডেশন ক্রয়ের লক্ষ্যে ০.৯৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে একটি এয়ার কন্ডিশন সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১.৪ **ফটোকপিয়ার:** সংশোধিত ডিপিপিতে ৩টি ফটোকপিয়ার ক্রয়ের বিপরীতে এ খাতে ৪.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৩টি ফটোকপিয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ ২.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৫০% ও বাস্তব অগ্রগতি ৬৬%।

১১.৫ **৫৬০০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ :** সংশোধিত ডিপিপিতে ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য এ খাতে ১৬০৩৪৮.১০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৬০০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ১৫৫১৭১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১২.০ **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ** : প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩.০ **পর্যবেক্ষণ:**

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলা অংশের কার্যক্রম গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখে, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা অংশে গৃহীত কার্যক্রম গত ০৭/০১/২০১৭ তারিখে, কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা অংশে গৃহীত কার্যক্রম ২৩/১২/২০১৬ তারিখে এবং শেরপুর জেলা অংশের কার্যক্রম ০৪/১২/২০১৬ তারিখে, নরসিংদী জেলার কার্যক্রম ১৭/১২/২০১৬ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিদ্যালয় কার্যক্রম মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক মহাপরিচালকের সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া, এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১৩.১.১ **কুমিল্লা জেলা অংশের কার্যক্রম:**

কালিরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ০৩/০৫/২০১৭ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় । মোট ৩ ৬ শতাংশ জমির উপরে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭৬ জন; তন্মধ্যে ১৭৬ জন ছাত্র এবং ১০০ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের ১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা। ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

- নির্মাণ কাজের সংস্থান অনুযায়ী একটি RAMP তৈরীর করা হলেও RAMPটি যথাযথভাবে কিউরিং করা হয়নি। RAMP টির সারফেস ও এর পাশে অমসৃণ পরিলক্ষিত হয়েছে। RAMP -এর কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করলেও এটি ব্যবহার উপযোগী হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে।
- বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া। বিদ্যালয়ে আগত শিশুদের পক্ষে খাড়া সিঁড়ি পেরিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ কষ্টকর হয়ে পড়ছে।
- ডিপিপিতে প্রতিটি শ্রেণী কক্ষে ১৬ জোড়া করে হাই -লো বেঞ্চ সরবরাহের সংস্থান ছিল। কালিরবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কোন শ্রেণী কক্ষে ১৪ জোড়া কোন শ্রেণীকক্ষে ১৫ জোড়া বেঞ্চ আছে তার মধ্যে নতুন পুরাতন সংমিশ্রিত। অপরদিকে সরবরাহকৃত হাই-লো বেঞ্চগুলোর টপে যে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা মান সম্মত নয়। অধিকাংশ কাঠে বাকল পাওয়া যায়। বেঞ্চগুলোর স্থায়িত্ব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে।
- হাই-লো বেঞ্চগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতার সরবরাহ করার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কিছু বেঞ্চ (কাঙ্খিত মানের (২৭ ইঞ্চি) উচ্চতার হলেও কিছু বেঞ্চ কম উচ্চতার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

১৩.১.২ **নারায়ণগঞ্জ জেলা অংশের কার্যক্রম:**

৪৬নং বাজবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের বাজবী গ্রামে অবস্থিত । বিদ্যালয়টি গত ০৭/০১/২০১৭ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় । বিদ্যালয়টি মোট ৩৬ শতাংশ জমির ওপরে ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। এ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৭৬ জন; তন্মধ্যে ১৭৬ জন ছাত্র এবং ২০০ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের ১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা। ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিদ্যালয়টি ৪তলা ভীতে ২তলা (২০৮৫ বর্গ ফুট) আয়তনের ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনটি নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬৫.৫৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫.০৪ লক্ষ টাকা। ভবনটিতে ৩টি শ্রেণী কক্ষ, ১টি শিক্ষক কক্ষ, ১টি টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। আসবাবপত্রের মধ্যে ৬টি শিক্ষক চেয়ার, ৪টি টেবিল, ৪৮ জোড়া হাই-লো বেঞ্চ, ১টি আলমিরা এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ফিটিংসসহ ১৪টি ফ্যান সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, ভবন নির্মাণের পরে শিক্ষারমান ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক এবং বাহিক্য দিক থেকে বিদ্যালয় পরিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৩.১.৩ **কক্সবাজার জেলা অংশের কার্যক্রম:**

ঈদগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ঈদগাঁও বাজারে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ২৩/১২/২০১৬ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় । বিদ্যালয়টি মোট ২০ শতাংশ জমির

ওপরে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। দুটি শিফট বিশিষ্ট এ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১৭৫ জন; তন্মধ্যে ৫৮৩ জন ছাত্র এবং ৫৯২ জন ছাত্রী। বর্তমানে ১৩জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের ৫জন পুরুষ ও ৮জন মহিলা। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৫০ ২০১৫ ও ২০১৬ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। ৬ জন বৃত্তি পেয়েছে। বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক।

- বিদ্যালয় ভবনের নীচতলা এবং ৩য় তলায় বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড খোলা দেখা গেছে; এতে কোমলমতি শিশুরা যেকোন সময় দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে।
- দু'একটি শ্রেণী কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা সরজমিনে সুইচ টিপে চালু করা যায়নি।
- বিদ্যালয় ভবনের দরজায় ব্যবহৃত কাঠের পুরুত্ব কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়েছে; যা কাম্য নয়।

১৩.১.৪ **শেরপুর জেলা অংশের কার্যক্রম:**

ভীমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ বিদ্যালয়টি শেরপুর জেলার সদর উপজেলা য় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত ০৪/১২/২০১৬ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় । বিদ্যালয়টির মোট ৪০ শতাংশ জমির ওপরে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭০ জন; তন্মধ্যে ১০০ জন ছাত্র এবং ৭৫ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যাদের ১জন পুরুষ ও ৪জন মহিলা। ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক।

- বিদ্যালয় ভবনের জানালায় সিটকিনি ও লোহার গ্রীলের পুরুত্ব কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়েছে;
- বিদ্যালয় ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

১৪.০। **সুপারিশঃ**

১৪.১ **কুমিল্লা জেলা অংশ:**

- কালিরবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজের ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী নির্মিত RAMPটি যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে। RAMP টির সারফেস ও এর পাশে মসৃণ করে উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- বিদ্যালয় ভবনের মূল ভীত মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে এবং সিঁড়িগুলো অনেক খাড়া। বিদ্যালয়ে আগত শিশুরা যাতে সহজেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে মাটি দিয়ে ভবনের মূল ভীতের সমান ভরাট করতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী কালির বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণী কক্ষে ১৬ জোড়া করে হাই -লো বেঞ্চ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং সরবরাহকৃত হাই-লো বেঞ্চগুলোর টপে যে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে তা পরিবর্তন করে নতুন কাঠ স্থাপন করতে হবে যাতে বেঞ্চগুলোর স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকে।
- হাই-লো বেঞ্চগুলো নির্দিষ্ট উচ্চতার সরবরাহ করার কথা থাকলেও পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কিছু বেঞ্চ কাঙ্খিত মানের (২৭ ইঞ্চি) কম উচ্চতার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১৪.২ **কক্সবাজার জেলা অংশ:**

- ঈদগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের নীচতলা এবং ৩য় তলায় বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড যথাযথভাবে মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে কোমলমতি শিশুরা সময় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

- দু'একটি কক্ষে বৈদ্যুতিক ফ্যান নষ্ট দেখা গেছে, সেগুলো দ্রুত মেরামতের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বিদ্যালয় ভবনের দরজায় ব্যবহৃত কাঠের পুরুত্ব কাঙ্ক্ষিত মানের চেয়ে কম ব্যবহার করা কাম্য নয়। ভবিষ্যতে এ বিদ্যালয় ভবনের দরজায় ব্যবহৃত কাঠের পুরুত্ব ও গুণগত মান ঠিক রেখে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৪.৩ প্রকল্পের External অডিট গত ১১-১১-২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন Major Objection পাওয়া যায়নি মর্মে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে । তবে কোন Minor Objection উত্থাপিত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি এবং যদি এমন কিছু থেকে থাকে তবে তা জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তি করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৪.৪ অনুচ্ছেদ ১ ৪.১ হতে ১৪.৩ এর সুপারিশসমূহের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।